ফিতনা থেকে বাঁচুন

ফিতনা থেকে বাঁচুন

শাইখ ইউসুফ বিননূরী রহ.

ভাষান্তর

মারগুব ইরফান

মুহাদ্দিস-জামেয়া আরাবিয়া আশরাফুল উলুম

মঙ্গলবাড়ীয়া বাজর, কুষ্টিয়া

আয়ান
প্রকাশন

ফিতনা থেকে বাঁচুন

শাইখ ইউসুফ বিননূরী রহ.

সম্পাদক
আয়ান টিম

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব
আয়ান টিম

প্রকাশনায়
আয়ান প্রকাশন
দোকান নং, ১১৯
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুন নুর
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
০১৯৭১-৯৬০০৭১

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা
ফেরদাউস মিক্বদাদ

মূল্য | ২৮০ (দুই শত আশি) টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক

E book. com, রাইয়ান সপ, রকমারি, বই পৌঁছে দেই, হিকমাহ শপ, ওয়াফীলাইফ, খিদমাহশপ, সিগনেচার অফ নুর, উপকূল শপ, নূর বুক শপ, ইফাদাহ শপ, কিতাব ঘর, বইশালা ডট কম, রাহাত বুক শপ, বইকেন্দ্র, বই বাজার, সিয়ান বুক শপ।

উৎসর্গ

সদ্য ভূমিষ্ট ফুটফুটে এক
নবজাতক,
যার আগমনে পিতৃত্বের
স্বাদ উপভোগ করেছি। একমাত্র আদরের
সন্তান, মাহমূদ হাসান হাম্মাদ।
আমার দোয়া রইলো তার জন্য, সে বড়
হউক, আরও বড় হউক! ॥

সূচিপত্র

ফিতনা ও উম্মতে মুহাম্মাদী
দয়াপ্রাপ্ত উম্মাহ ও ফিতনা সমূহ
ফিতনার প্রকারভেদ
আমলী ফিতনা সমূহ
ইলমী ফিতনা সমূহ
ইলমী ও আমলী ফিতনার দরজা বন্ধ করে দেওয়া
তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে ইলমী ফিতনা বন্ধ করা সম্ভব নয়
ইলমী ও আমলী ফিতনা বন্ধ করার জন্য একটি সংস্কারমূলক দলের আত্মপ্রকাশ
ফিতনা বন্ধ করার জন্য দাওয়াতী ও ইসলাহী মজলিস প্রতিষ্ঠা করা
মজলিসে দাওয়াহ ও ইসলাহের উদ্দেশ্য
পরিচালনার ধরন
এই ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহনকারীরা নিম্নোক্ত চুক্তিনামায় আবদ্ধ হবে
কর্মপদ্ধতি
ফিতনা ও অনিষ্ট বৃদ্ধি
ফিতনার মূল টার্গেট মুসলিম বিশ্ব
মুসলিম বিশ্ব দুর্বল হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার
মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ পারস্পারিক দ্বন্ধ
দলের মধ্যে মতবিরোধ করা একটি ফিতনা
ফিতনা থেকে বাঁচার দুটি পদ্ধতি
ফটো ও ফটো ধারণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ফিতনা
ফটো তোলা হারাম হওয়ার উপর উম্মাহর ঐক্যমত পোষণছবির ক্ষেত্রে শরীয়তে মুহাম্মাদীর কঠোরতার কারণ
ছবি ও তার অপিবত্রতা এবং ফেতনাপূর্ব পরিণতি
দ্বীনি ও ঈমানী আত্মমর্যাদাবোধ

ছবি নির্মাণ এবং ইসলামের বিধান
নবী রাসুলদের নিয়ে ছবি নির্মাণ
যাবতীয় ফেতনা হতে পরিত্রাণের উপায়
ইস্তেখারার বাস্তবতা
ইস্তেখারার মাকসাদ
ফিতনা সমূহের মূল প্রতিকার কুরআন কারীম
পরস্পর মতানৈক্যের ফেতনা
ফিতনার আগ্রাসী হামলার প্রাক্কালের ইসলামী ইতিহাস
ভয়ানক ফেতনা
চলমান যুগের ফেতনা
বিশেষ শ্রেণীর লোকেরাও ফেতনা হতে মুক্ত নয়
উলামা ও মুসলিহীনে উম্মত ও তাদের ফেতনা
উলামা ও মুসলিহীনদের আবশ্যকীয় কর্তব্য
নতুন নতুন দল তৈরী ও বিভক্তিকরণ থেকে বেঁচে থাকা
দুনিয়াপ্রীতির ফেতনা
দুনিয়াপ্রীতির কারণ
আযাবের কারণসমূহ
দুনিয়াপ্রীতির পরিণতি
দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেত স্বরূপ
অস্থিরতার কারণ ও তার প্রতিকার
বস্তুবাদীদের বস্তুপূজার ফেতনা
বস্তুবাদী ফেতনার কারণ ও পরিণতি
বস্তুবাদী ফেতনার প্রতিকার
বিশ্বাস সংক্রান্ত প্রতিকার
আমল সংক্রান্ত প্রতিকার
দ্বিমুখী কর্মপদ্ধতি
রুটি রোজগার ও পেটের চাহিদার সামাধান

পাশ্চাত্যের ফেতনা
বিদ্বান ও কলামিস্টদের ফেতনা
সোহবতবিহীন ইলম একটি ফেতনা
আত্মনির্ভর ও তার কুফল
অনিষ্ট ও ফেতনা দমনে হযরত ইউসুফ বন্নুরী রহ. এর বরাবর শাইখুল হাদীস রহ. এর চিঠিপত্র
বিশ্বব্যাপী ফেতনা মুকাবেলা করার জন্য তাবলীগ জামাতের আবির্ভাব
আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্বের শান ও মর্যাদা
দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ হলো মুসলমানদের নতুন জীবন
দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে অবহেলা
তাবলীগ জামাত ও তার শানদার প্রভাব
অনাড়ম্বরতা ও আমলী দাওয়াতের নমুনা তাবলীগ জামাত
মুসলিম উম্মাহর কঠিন পরিস্থিতি ও তার প্রতিকার
সমাজ সংস্কারের সঠিক উপায়
আরাকানে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দ্বীনবিচ্যুতি
ইলমী ও আমলী ফেতনার প্রতিকার
ইলম সম্পর্কে অনাবগত সাধারণ তাবলীগী সাথীদের বাড়াবাড়ি
নতুন প্রজন্মের অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার কারণ
আধুনিক শিক্ষা ও তার মাকসাদ
নতুন প্রজন্মের এই অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার কারণ
আধুনিক শিক্ষা ও তার কিছু ভয়াবহ পরিণতি
নারী স্বাধীনতা ও বেপর্দার ফেতনা
নারী স্বাধীনতা ধোকায় ভরা এক শ্লোগান
পর্দা নারীদের স্বভাবগত অধিকার
আধুনিক সভ্যতা ও নারী সমাজ
নারী জাতির উপর অবিচার নাকি অনুগ্রহ
মহিলাদের ঘর হতে বের হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণ
ইতিহাসে হাদীস অস্বীকার করার ফেতনা ও তার কারণ
হাদীস সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম, মুহাম্মদ ইউসুফ। পিতার নাম, সৈয়দ মুহাম্মদ যাকারিয়া। দাদার নাম, মীর মুজ্জাম্মেল শাহ। তার জন্ম, পাকিস্তানের পেশাওয়ার জেলার একটি ইলমী খান্দানে ১৩২৬ হিজরী মতান্তরে ১৯০৮ ঈসায়ী সনে জন্মগ্রহন করেন।

শিক্ষাদীক্ষা- কুরআন হিফয ও ইসলামীক প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় পিতার কাছে সম্পন্ন করেন। তার প্রসিদ্ধ দুজন উস্তাদ শেখ আবদুল কাদের আফগানী এবং শেখ মুহাম্মাদ সালেহ আফগানী। এরপর উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য দেওবন্দ মাদরাসায় পাড়ি জমান। সেখানে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। যাদের কাছ থেকে তিনি শিক্ষা সমাপন করেন হাদীসের জগতে তার সবচেয়ে বড় উস্তাদ হলেন শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ.। যিনি মুসলিম শরীফের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহুল মুলহিমের" রচয়িতা। আরেকজন হলেন ইমামুল আস্‌র মুহাদ্দিস মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মেরী রহ.। শিক্ষাদীক্ষা সম্পন্ন করার পর সিন্ধুস্থ 'তান্দুল্লাহ বার' নামক স্থানে হিজরত করে চলে যান। এবং সেখানে শাইখুত্ তাফসীর পদে নিযুক্ত হন। তিন বছর পর নিজ এলাকা করাচীতে জামেয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়্যা নামক একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। সেখানে ইসলামী শরিয়ার সকল শাস্ত্রের বিভাগ খুলেন।

তার বিভিন্ন রচনাবলী রয়েছে। প্রসিদ্ধ হলো তিরমিযী শরীফের আরবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ "মাআরেফুস সুনান", বুগইয়াতুল আরীব ফি মাসায়িলিল কিবলাহ ওয়াল মাহারিব, নাফহাতুল আম্বার ফি হাদয়িশ্‌শাইখিল আনওয়ার, ইয়াতিমাতুল বয়ান লি-মুশকিলাতিল কুরআন প্রভৃতি। তার তত্ত্বাবধানে প্রতি মাসে "বাইয়্যেনাহ" নামে ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতো।

জীবনভর তিনি বাতিল ফিরকার সাথে লড়াই করে গেছেন। তার যুগে সবচেয়ে বড় ফিতনা ছিলো সুন্নাহ অস্বীকারের ফিতনা। এ দলের প্রধান হলো পারভেজ আহমাদ। নাস্তিক ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ছিলেন

তীব্র প্রতিবাদী। কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে তার আন্দোলন ছিল অত্যন্ত কঠিন। মোটকথা তিনি ইলমী খিদমতের পাশাপাশি রাজনৈতিক ময়দানেও ছিলেন আপোষহীন একজন সিপাহসালার। বাংলাদেশের মাটিতে তার প্রসিদ্ধ তিনজন শাগরেদ রয়েছে। মুফতি ফজলুল হক আমিনী, শাইখুল হাদীস মাহমুদুল হাসান ও জুনায়েদ বাবুনগরী। এই মহান ব্যক্তি নশ্বর এ প্রথিবী ছেড়ে ১৩৯৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৭ ঈষায়ী ১৭ই অক্টোবর সোমবার রফীকে আ'লার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কবরকে আলোকিত করুন। আমীন!

অনুবাদকের কথা

ফিতনা! এই নাম শুনেই চমকে উঠলেন। চমকে উঠার কিছুই না। এটা তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী। শেষ যুগটা হবে ফিতনার যুগ। এখন আমরা সেই যুগেই দিনাতিপাত করছি। ফিতনার এই কালোথাবায় মানুষ একেবারেই কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছে। সবাইকে গোলকধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। ফিতনার ভয়াবহতা দিন দিন এতো বেড়ে চলছে যে, বিশেষ থেকে সাধারণ কেউই এর থেকে নিরাপদ নয়। ফিতনার এই মহামারি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এই ফিতনার কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা লেগেই আছে। বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা সস্তা হয়ে গেছে। খুন, গুম, অন্যায়-অবিচার, রাহাজানি ও অপহরণ গোটা সমাজকে দখল করে নিয়েছে। সমাজের সভ্য লোকেরা অসভ্যে পরিণত হয়েছে। মানবতা আর পাশবিকতা একাকার হয়ে গেছে। চারদিকে অশান্তি আর অরাজকতা বিরাজ করছে। মানুষের ভিতর থেকে নৈতিকতা হারিয়ে গেছে। ধর্মহীনতা আর ধার্মীকতা যেন মনচাহি যেন্দেগীর মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার যখন মনে চায় নিজেকে ঈমানদার-বিশ্বাসী বলে দাবী করে আবার মন চাইলেই নিজেকে অবিশ্বাসী বলে দাবী করে ফেলে। এই নাজুক মুহূর্তেও সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা সুখনিদ্রায় বিভোর হয়ে আছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। এখনো তারা সজাগ হচ্ছে না। মানবতা আজ হু হু করে কাঁদছে। অসহায় হয়ে তাকিয়ে আছে কোন একজন রাহবারের রাহবারির দিকে। চৌদ্দশো বছর পূর্বে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে যেমন ভবিষ্যদ্বানী করে গেছেন ঠিক তেমনই প্রকাশ পাচ্ছে। সবাইকে সতর্ক করেছেন আগত ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য। তাহলে আসুন আমরা জেনে নেই ফিতনার পরিচয় সম্পর্কে।

ফিতনা কাকে বলে? ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় কী?

ফিতনা এটি আরবী শব্দ। আরবীতে এর অর্থ হলো "পরীক্ষা"। সব ধরনের

পরীক্ষাকেই ফিতনা বলা হয়। এর অবশ্য আরও অর্থ রয়েছে। যেমন, বিপদ, আযাব, গযব, দাঙ্গা, গোলযোগ, সম্মোহন, আকর্ষণ, শিরক, কুফর, নির্যাতন ইত্যাদি। পরিভাষায় "ফেতনা বলা হয় যেই জিনিস মানবিক জ্ঞান ও সংকল্পের কারণ হয় এবং তাকে সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়"। চাই সেই বিচ্যুতি গবেষণা ভিত্তিকও হতে পারে কিংবা ভ্রান্ত চিন্তা ও কুপ্রবৃত্তির চাহিদা অনুসরনীয়ও হতে পারে। এর থেকে বুঝে আসে যে ফিতনার নানা দিক রয়েছে। রাসূল সা. বিভিন্ন সময় এ ধরনের ফিতনা অধিক পরিমাণে আসার ব্যাপারে সতর্ক করতেন। এক হাদীসে এসেছে হযরত উসামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সা. মদীনার কোন একটি পাথর নির্মিত গৃহের উপর আরোহণ করে বললেন, আমি যা দেখি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছো? (তিনি বললেন) বৃষ্টি বিন্দু পতিত হওয়ার স্থান সমূহের মতো আমি তোমাদের গৃহের মাঝে ফিতনার স্থান সমূহ দেখতে পাচ্ছি। *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৭৮)*

এখান থেকে আমাদের বুঝে নিতে হবে ফেতনার পূর্বাভাস। সব যুগেই ফিতনা কম বেশি ছিল। প্রত্যেক জাতিই কমবেশি ফিতনার সম্মুখীন হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা এমন একটা সময়ে এসে উপনীত হয়েছি যে, মানুষ এ সময়টাকে ফিতনার যুগ বলে আখ্যায়িত করে। সে হিসেবে বর্তমান যুগ হলো ফিতনার যুগ। আর এ যুগে ঈমান টিকিয়ে রাখা সে তো আগুনের আঙ্গার হাতে রাখার মতো প্রায়। কারণ নবী কারীম সা. এর যুগ থেকে আমাদের দূরত্ব যতই বাড়ছে ফিতনার অন্ধকারও তত বাড়ছে। এখন আমাদের জন্য করণীয় কি? পবিত্র কুরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন- "তোমরা ভয় কর ফিতনাকে যা তোমাদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে শুধু যালিমদের উপরই আপতিত হবে না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর"। *(সূরা আনফাল-২৫)*

অপর এক হাদীসে রাসূল সা. বলেছেন, নিশ্চয়ই ফিতনা আসবে। তখন বসে থাকা ব্যক্তির চেয়ে শয়নকারী এবং দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে হেঁটে চলা ব্যক্তি উত্তম হবে। তিনি বলেন, যার উট আছে সে যেন তার উটের সঙ্গে, যার বকরী আছে সে তার বকরীর সঙ্গে এবং যার জমি আছে সে

তার জমি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এক সাহাবী তাকে প্রশ্ন করলেন, যার এসব কিছুই নেই? তিনি বললেন, সে যেন তার তলোয়ারের দিকে মনোনিবেশ করে এবং পাথরের আঘাতে তরবারির ধার চূর্ণ করে দিয়ে নিরস্ত্র হয়ে যায়। অতঃপর যথাসাধ্য চেষ্টা করে সেই ফিতনা হতে বাঁচার। *(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৫৬)*

সুতরাং এই ফিতনা থেকে বাঁচতে হলে রাসূল সা. এর পক্ষ থেকে নির্দেশিত পথই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। উপরোক্ত হাদীসে রাসূল সা. ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য তলোয়ারের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য বলেছেন। সুতরাং আমরা যদি মনগড়া বা আমাদের সুবিধা অনুযায়ী কোন পথ বা উপায় খুজি তাহলে এই ফিতনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কি সম্ভব হবে? হ্যাঁ, হতে পারে, যে দিন কালো কাক সাদা হবে সেদিন। ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় কি হবে? আমরা যদি নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখি ইনশাআল্লাহ হেফাযতে থাকতে পারবো,

১. সব রকমের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

২. মিথ্যা সংবাদ প্রচারণা থেকে সাবধান থাকা।

৩. সব মুসলিম একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা।

৪. আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা। এ ব্যাপারে রাসূল সা. বলেছেন, ফিতনার সময় ইবাদত আমার নিকট হিজরত করার মত।

৫. ফিতনা সংক্রান্ত যে সব দোয়া আছে সেগুলো বেশি বেশি পাঠ করা।

৬. দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা।

ফিতনার ব্যাপারে আরেকটি হাদিসে এসেছে যে, রাসূল সা. পুর্বের ফিতনা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পশ্চিমের ফিতনার ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তা আরও বড় ও ভয়ানক।

এ সময়ের সবচেয়ে বড় ফিতনা হলো দাজ্জালী ফিতনা। এ ফিতনা আমাদেরকে তাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে ফেলেছে। মিডিয়ার এ যুগে ফিতনায় পতিত হওয়া একেবারে সহজলভ্য হয়ে গেছে। আমি আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি, বর্তমানে ফিতনার প্রোডাক্ট তৈরী করে ইয়াহুদী জাতি। এর ডিলার হিসেবে কাজ করে খ্রীষ্টান জাতি আর তা ভোগ করছে মুসলিম জাতি এবং

তা সাপ্লাই হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে। ভারত উপমহাদেশের ইসলামিক স্কলার হযরত আলী মিঁয়া নদভী রহ. 'বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্মহীনতাকে' এ যুগের সবচেয়ে বড় ফিতনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের ধারণা হলো সুদ ছাড়া অর্থনীতি চলে কিভাবে? গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে কেউ কি রাজনৈতিক সুন্দর ব্যবস্থা দেখাতে পারবে? মাআযাল্লাহ!

যাইহোক, ফিতনার ব্যাপারে আমাদের এই উদাসীনতার দিকে লক্ষ করেই পাকিস্তানের করাচী বিন্নুরী টাউনের প্রতিষ্ঠাতা ও শাইখুল হাদীস আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী রহ. বক্ষমান এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এর নাম হলো "দাওরে হাযের কে ফেত্নে আওর উন্কা য়িলাজ। কিতাবটি অত্যন্ত চমৎকার। লেখক এ কিতাবে সমাজের যত অঙ্গনে ফিতনা ঢুকে পড়েছে সেগুলা সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করেছেন। এবং এ ফিতনা থেকে উত্তরণের উপায় কী তাও তিনি বিশেষ ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছেন। আমি আশিকরি পাঠকবর্গ কিতাবটি যদি একবার হলেও পাঠ করেন। অজানা অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ হবে। জানা হবে না-জানা অনেক সমাধান।

বইটি সুন্দর ও নির্ভুল করতে যথাযথ চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরেও জ্ঞানের স্বল্পতার দরুণ ও মুদ্রণজনিত কারণে ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারো নজরে কোন ভুল ধরা পড়লে জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ!

বিনীত

মারগুব ইরফান

কাউনিয়া ব্রাঞ্চ রোড, বরিশাল

ফিতনা ও উম্মতে মুহাম্মাদী

আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য যাকে রাসুল ও পথপ্রদর্শকরূপে নির্বাচন করেছেন; তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন। এই রহমতের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন পদ্ধতিতে হয়েছে। তার মধ্য থেকে অন্যতম একটি হলো, সকল উম্মত (চাই সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতের ছায়াতলে থাকুক কিংবা না থাকুক) এই অসীম রহমতের বদৌলতে ব্যাপক আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতের উপর নানা রকমের শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল। যার ফলে গোটা উম্মত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কাউকে বানর ও শুকরের আকৃতিতে চেহারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। কারো উপর আসমান থেকে পাথর নিক্ষেপ করেছেন। কাউকে যমীনে ধসে দিয়েছেন। কাউকে জলোচ্ছ্বাসের মুখোমুখি করেছেন। কাউকে আবার সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতকে এগুলো থেকে হেফাযত করেছেন।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে ইরশাদ করেছেন– আমি দেখছি তোমাদের ঘরে বৃষ্টির ফোঁটার ন্যায় ফিতনা আসছে।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরকতময় যুগের কয়েক বছর পরই শুরু হয় ফিতনার যুগ। একে একে মুমিনদের পরীক্ষাও হতে থাকে। কিন্তু নববী যুগের নিকটবর্তী হওয়ায় তাঁদের ইমান এতট-াই মজবুত ছিল যে, ফিতনার আধিক্যতা থাকা সত্ত্বেও এর পরিধি ছিল আমল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস অত্যন্ত সুচারুরূপে সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু কয়েক যুগ পর থেকেই শুরু হয় ইমান ও ইয়াকীনের মধ্যে দুর্বলতার জোয়ার। একপর্যায়ে বর্তমান যুগে মুসলিম বিশ্বের একেক অঙ্গনে

১ মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদিস নং ৩৭৩৭৬, ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৯৯৪

ফিতনার এক সয়লাব শুরু হয়ে গেছে। ইলমি, আমলি, আখলাকী, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিত্য নতুন ফিতনা প্রকাশ পাচ্ছে। ফলে বিবেক হয়ে যায় হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অবশ্য এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্পষ্ট ঘোষণা হলো,

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حتَّى لو دَخَلُوا في جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ

> অর্থ: তোমরা পূর্ববতী উম্মত তথা ইয়াহুদী, খ্রীস্টান ও মুশরিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে। এবং তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ এত বেশি হবে যে, যদি তাদের কেউ গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে তাহলে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে, অর্থাৎ অনর্থক কাজ-কর্মে পরিপূর্ণভাবে তাদের অনুসরণ করবে।[২]

এখন যদি ইসলামি বিশ্বের খবর নিই এবং মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতির দিকে তাকাই তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ হাদিসটি পুরোপুরিভাবেই প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। মুসলমানদের বর্তমান আচার-ব্যবহার দেখলে, বিশেষকরে ইসলামি আরব রাষ্ট্রগুলির খবর নিলে সীমাহীন আফসোস হয়। তাদের গঠন-আকৃতি দেখলে মনে হয় মুসলমান। পশ্চিমা সংস্কৃতির এই সয়লাবে এভাবে ভেসে যাওয়া খুবই বেদনাদায়ক। আহ! এই পশ্চিমা ও ইউরোপীয় পূজা যদি বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত তবুও একটু সান্ত্বনার বাণী শোনা যেত। কিন্তু এই বিষক্রিয়া অতিক্রম করে সকলের ভেতর পর্যন্ত সংক্রমিত হয়ে গেছে। চিন্তা-চেতনা, অনুভব-অনুভূতি সবকিছুই হুবহু ইউরোপীয়ানদের অনুকরণে হতে চলেছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির এই ধ্বংসাত্মক অবস্থা দেখে খুবই দুঃখ লাগে। আরও কষ্ট লাগে যে, জাতীয়তাবাদের অভিশাপ তাদেরকে এতো প্রচণ্ডভাবে উস্কানি দেয় যে তা বলাইবাহুল্য। আল্লাহ হেফাযত করুন! জানা নেই এর পরিণাম কোথায় গিয়ে শেষ হবে? সবচেয়ে বড় বেদনাদয়ক হলো পশ্চিমাদের ঐ বিষাত্মক প্রভাব থেকে হারামাইন শরিফও এখন মুক্ত নয়।[৩]

২. মুসলিম শরিফ: ২৬৬৯

৩. বর্তমান সৌদি আরবের রাজতান্ত্রীক বাদাশাহ সালমান পুত্র কিং মুহাম্মাদ বিন সালমান সৌদি

মেয়েদের জন্য শিক্ষা ও নাট্যমঞ্চ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। টেলিভিশন জেদ্দা, মক্কা ও মদীনা পর্যন্ত চলে এসেছে। এই বেদনাবিধুর অবস্থায় মদীনা মুনাওয়ারায় টেলিভিশনের সূচনা করা হয়েছে আমেরিকান ফ্লিম দিয়ে। ইন্নালিল্লাহ! মসজিদে নববীর সামনে টেলিভিশন লাগানো আছে। এশার সালাতের পর লোকজন যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজা মুবারকে সালাত ও সালাম পেশ করে বের হয়, তখন অন্তরের মধ্যে যে এক কোমলতা ও নুর সৃষ্টি হয়; টেলিভিশনের অন্ধকার নিমিষেই সেই নূর ও কোমলতাকে নিঃশেষ করে দেয়। এর চেয়েও মারত্মক ঘটনা হলো বদর যুদ্ধের ড্রামা, বিশেষভাবে মক্কায় "মাদরাসা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর" এর শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে খোলা হয়েছে। ১৭ই রমজানের সোমবার এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মক্কা মুকার্‌রমার অনেক ভদ্র লোক এই ড্রামা দেখে থাকেন। শিক্ষার্থীরা হযরত সা'দ ইবনে মুয়াজ, হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, হযরত আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব, হযরত হাকীম বিন হিযাম, আবু জাহল ও ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর চরিত্রে অভিনয় করে। এই ড্রামায় বারংবার হযরত মিকদাদ ও হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে পর্দার পিছনে পাঠানো হয়। এজন্য যে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে আসবে, তাঁর মত কি? দুঃখজনক হলো যে, এই ড্রামা মক্কার সকল সংবাদ পত্রে দর্শক মণ্ডলী ও প্রদর্শনকারীদের ছবিসহ প্রকাশ করা হয়েছে। সকল মিডিয়া ও সংবাদপত্রে এই লাঞ্ছনাকর ড্রামার প্রশংসায় সবার মুখ থাকে সরব।

সাম্প্রতিক আন-নদওয়া পত্রিকায় ১৮ই রমজানুল মোবারক ১৩৪৭ হিজরীর এই কীটনাক আমার সামনে থাকে। দর্শকদের কেউ কেউ তো বলছেন, এই ড্রামার সবচেয়ে বেদনাদায়ক যেই দিকটি ছিল সেটা হলো ড্রামার মূল প্রাণ ছিল সাহাবায়ে কেরামের শুরু জীবন। ইসলামে দাখিল হওয়ার পর তাঁদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে কাফিরদের কাফেলা

আরবকে আগামী দশ বছরের মধ্যে একটি ইউরোপীয় মডেল রাষ্ট্র বানানোর ঘোষণা দিয়েছে। সৌদি থেকে উঠিয়ে দিয়েছে ইসলামী দণ্ডবিধি। নারী ক্ষমতায়ন জোরদার করেছে। সিনেমা হল খুলেছে। নারীদেরকে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানসহ আরো বিভিন্ন অনৈসলামিক কার্যকলাপের পদক্ষেপ নিয়েছে। শুরু হয়েছে সৌদির অধঃপতন। (অনুবাদক)

লুট করে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন।

چو کفر از کعبہ خیزد کجا ماند مسلمانی

> অর্থ: যখন কা'বা থেকে কুফুরী বের হয়ে আসে তখন মুসলমানের মুসলমানীত্ব কি আর বাকি থাকে?

ইসলাম ও ইসলামি ইতিহাসের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইউরোপের শয়তানরা নিজেরা যেই কাজ করতে পারেনি সেই কাজ মুসলমানদের দ্বারা করিয়েছে। সুতরাং হে ইসলামের নিঃসঙ্গতা! ওহে মুসলমানদের অসহায়ত্ব জীবন! হারামাইন শরিফের আলেমগণ এবং নজদ ও রিয়াদের মাশায়েখগণ যাদের উপর সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ নির্ভরশীল। যাদের ফতোয়া সারা বিশ্বে গৃহীত। বরং ধর্মীয় গুরুদায়িত্ব ও শরয়ি নীতিমালার বাগডোর যাদের হাতে। তারা শুধু এ বলেই ক্ষান্ত হয়ে যায় যে, সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থ এই শিক্ষা-সাংস্কৃতির চাহিদা মোতাবেক। আমরা কিছুই করতে পারব না, আমরা কিছুই বলতে পারব না। কবি কি চমৎকারই না বলেছেন—

لمثل هذا يذوب القلب عن كمد* ان كان في القلب اسلام و ايمان

> অর্থ: এভাবেই দুশ্চিন্তা আর বিষন্নতায় হৃদয় জগতটা বিগলিত হয়ে যায়, যদিও অন্তরে ইসলাম ও ইমানের নূর বিদ্যমান থাকে।

এসব ফেতনা দেখে বিশেষ করে ওহী ও ইমানের কেন্দ্রবিন্দুর ফিতনা দেখে ইয়াকীন হয়ে যায় যে, "কিয়মতে কুবরা" একেবারেই আসন্ন। সংশোধনের কোন আশা করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা রহম করুন। চিন্তার বিষয় হলো হাজীগণ ও পর্যবেক্ষকগণ ঐসব অবস্থা দেখে অন্তরে কী প্রভাব নিয়ে ফিরে আসে? এটা তো স্পষ্ট কথা যে, আল্লাহ তায়ালার দ্বীন—কুরআন ও সুন্নাহ সংরক্ষিত থাকবে। সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জীবনের ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোকিত হয়ে আছে। সহিহ দ্বীনের উপর আমলকারী জামাত এখনও পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান। কিন্তু মানবিয় দুর্বলতা, নফস ও

শয়তানের দাগাবাজীর খপ্পরে পড়ে এই জ্ঞানহীন হাজীগণ ও পরির্দশকগণ ঐসব উদ্ভট দৃশ্য দেখার পর কী প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করবে? আল্লাহই ভালো জানেন। অতএব আল্লাহ তায়ালার কুদরতী হাতে হয়তোবা কোন অদৃশ্য করুণা প্রকাশ পাবে এবং ধর্মীয় বিপ্লব সাধিত হবে। আল্লাহর কাছে কোন জিনিস কঠিন নয়।

দয়াপ্রাপ্ত উম্মাহ ও ফিতনা সমূহ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ উম্মত রহমতপ্রাপ্ত হয়েছে রাহমাতুল্লিল আলামীনের কারণে। যদিও তাঁরা ঐ সব ব্যাপক ব্যাধি ও শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে যেগুলোর মধ্যে পূর্ববর্তী উম্মতগণ যেগুলোর শিকার হয়েছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুমিনদের ইমানি পরীক্ষার জন্য সর্বযুগে এ উম্মাহর ফিতনার এক ধারাবাহিক নেযাম চলে আসছে। এমনকি ফিতনার নামটি এখন পরীক্ষায় রুপান্তরিত হয়েছে। তাছাড়া যখন কোন ফিতনা বিশ্বব্যাপী রূপধারণ করে তখন ভূপৃষ্ঠের সকল নেককার লোকদের অন্তর এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়। যদিও কার্যত তারা এর প্রভাব থেকে হেফাযতে থাকে। কিন্তু বিশ্বাসগতভাবে তাদের মধ্যে ইমানি শক্তি বাকি থাকে না। এর কারণ হলো নববী যুগ থেকে দূরত্ব যত বাড়বে এই ফিতনার প্রতিক্রিয়াও তত প্রকট হতে থাকবে। সে হিসেবে ইমানদারদের মাঝে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হবে। যখন বৃষ্টি অধিক পরিমাণে বর্ষিত হয় তখন আকাশ ও আবহাওয়া সতেজ ও সিক্ত হয়ে যায়। যেখানে বায়ু প্রবাহিত হয় সেখানে আদ্রতা ছেয়ে নেয়। দেখা যায়, বর্ষাকালে বৃষ্টি বেশি হওয়ার কারণে আলমারিতে রাখা কাপড়ের মধ্যেও এক ধরনের আদ্রতা চলে আসে। তদ্রূপ পাপাচার ও গুনাহের কারণে বদ আমলের ফিতনার সময়ে নেককারদের অন্তরও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিম্নের হাদিসটি সম্ভবত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত বহন করে

اللّٰهُمَّ إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني اليك غير مفتون

> অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি যখন কোন সম্প্রদায়কে কোন ফিতনায় (পরীক্ষায়) ফেলতে চান তখন আমাকে (এর পূর্বেই) ফিতনার (পরীক্ষার) সম্মুখীন করা ছাড়াই উঠিয়ে নেন।[৪]

এই হাদিসে খুব সম্ভব উপরোক্ত বিষয়বস্তুর দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

ফিতনার প্রকারভেদ

প্রত্যেক যুগে ফিতনার রূপ হয় ভিন্ন ভিন্ন। তবে মৌলিকভাবে ফিতনা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক. আমলি ফিতনা। দুই. ইলমি ফিতনা।

আমলি ফিতনা সমূহ

গুনাহ নানা রকমের হয়ে থাকে। যা উম্মতের মাঝে ব্যাপক হয়ে যায়। যেমন-ব্যাভিচার, ব্যাপকহারে মদ পান, সুদ- ঘুষ খাওয়া, নির্লজ্জতা ও নগ্নতা, নিত্য-বিনোদন, অত্যাচার, মিথ্যা, অপবাদ রটানো, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও দুর্ব্যবহার করা ইত্যাদি। এগুলো সব চরিত্রগত রোগ যা আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পায়। এর বিভিন্ন কারণও হতে পারে।

মোটকথা এ সকল বদ আমল ও কুচরিত্রের প্রভাব সালাত, সাওম, হজ্জ ও যাকাতসহ সকল আমলের মধ্যে পড়ে। এ সব খারাপ কাজ যত ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হবে ততো তাদের নেক আমলের মধ্যে দুর্বলতা, অলসতা ও কমতি আসতে থাকবে।

ইলমি ফিতনা সমূহ

ইলমি ফিতনা হলো যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ ধরে আসে।ইসলামি

৪. তিরমিযী শরিফ, হাদিস নং ৩২৩৩, আল-মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ২১৬।

ইতিহাসে ঐ সব ইলমি ফিতনার ধরনও ভিন্ন ভিন্ন। মোটকথা এই ইলমি ফিতনার প্রভাব আকীদা-বিশ্বাসে গিয়ে পড়ে। এ সকল ফিতনার মধ্য থেকে সবচেয়ে মারত্মক ফিতনা হলো ফিতনায়ে বাতেনিয়্যাহ (ইসমাঈলী ফেরকা) যাদের ক্রমবিকাশ হয়েছিল কারামাতার যুগে। সেই ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ-দেশান্তরে। এই ফিতনার সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো ধর্মের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ ও অপব্যাখ্যার দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং ইসলামি অধিকার যেমন- জরুরিয়্যাতে দীন তথা দীনেরর অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলী, মুতাওয়াতেরাতে ইসলাম তথা ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি, আকীদা ও আমলের মৌলিক বিষয়, সর্বসম্মত ইসলামি শেয়ার তথা সর্বস্বীকৃত ইসলামের নিদর্শন ইত্যাদির মঝেও অপব্যাখ্যার দরজা খুলে গিয়েছে। (যার ফলশ্রুতিতে সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ ও অন্যান্য ইসলামি শেয়ার তাদের ধর্ম থেকে বের হয়ে গেছে)

শেষ যুগে এই ফিতনা অনেক বড় আকার ধারন করে সকল মুসলিম বিশ্বে ইউরোপ থেকে আমদানী হতে শুরু করে। ইউরোপের প্রাচ্যবিদরা এটাকে নিজেদের জন্য এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বানিয়ে নিয়েছে যে, পঠন-পাঠদান, লেখালেখি, প্রকাশনা, রিসার্চ-গবেষণা এ জাতীয় বহু আকর্ষণীয় ও ধোকাবাজী শিরোনাম দিয়ে এর পিছনে জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছে। ইসলাম থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই কাজকে একটি "অব্যর্থ যুদ্ধ" সাব্যস্ত করেছে। এমনকি ইসলামি রাষ্ট্র থেকে যেসব শিক্ষার্থীরা পি. এইচ. ডি ডিগ্রী অর্জন করার উদ্দেশ্যে ইউরোপ কান্ট্রী-গুলোতে যায় সেখানকার পাঠশালায় ঐ সব শিক্ষার্থীদের থেকে ইসলামি বিষয়বস্তুর উপর এমন এমন প্রবন্ধ লেখানো হয় যা মুসলিম শিক্ষার্থী-দের আকীদা-বিশ্বাসের মাঝে কমপক্ষে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দেয়। তখন তারা প্রতিনিয়ত সন্দেহের মাঝে ডুবে থাকে। এগুলো ঐ সকল দাস্তান যার বিস্তারিত বিবরণের জন্য পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা রচনার প্রয়োজন। মাজমাউয-যাওআয়েদ গ্রন্থে হাফেয নুরুদ্দীন হায়সামী রহ. মু'জামুত তাবারনীর সুত্রে একটি হাদিস ইসমা ইবনে কায়স আস-সালামীর থেকে নকল করেন—

إنه كان يتعوذ من فتنة المشرق، قيل فكيف فتنة المغرب؟ قال: تلك اعظم واعظم

> অর্থ: নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাচ্যের ফিতনা থেকে পানাহ চাইতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলো পাশ্চাত্যের ফিতনার কি অবস্থা হবে? তিনি উত্তরে বললেন, সেটা তো আরও অনেক বড়।[৫]

ইয়াকীনের সাথে তো বলতে পারব না যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশ্চাত্যের ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য কি? তবে ধারণা করা যায় যে, এখানে স্পেনের অধঃপতনের দিকে ইশারা করা হয়েছে। সেখানে ইসলামের জাহাজই ডুবে গেছে। মুসলিম নামের কেউই সেই রাষ্ট্রে নেই। গোটা রাষ্ট্রে কুফুরী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য এটাও হতে পারে যে, পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলির ঐ ফিতনা দ্বারা প্রাচ্যের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ নাস্তিকতা ও অপব্যাখ্যার এই ফিতনা পশ্চিম দরজা থেকে পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করবে। যা হবে সকল ফিতনার থেকেও ভয়ংকর ও বিশ্বব্যাপী। মোটকথা হাদিসের শব্দগুলোর ব্যাপকার্থে এ ব্যাখ্যাটিও অন্তর্ভুক্ত।

ইলমি ও আমলি ফিতনার দরজা বন্ধ করে দেওয়া

এই যুগে ইলমি ও আমলি ফিতনা সর্বশক্তি ও দ্রুত গতিতে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের দেশ (পাকিস্তান) তুলনামূলক এগুলোর থেকে অনেকটা নিরাপদ ছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে কিছু লোক প্রাচ্যবিদদের চক্রান্তের শিকার। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতায় খুব বেশি দূর নয় যে, এ ক্ষেত্রে এই দেশও অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অগ্রগামী হয়ে যাবে।

৫. মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, হাদিস নং ১১৯৫৭, আল-মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ৫০১।

তাবলিগ জামাতের মাধ্যমে ইলমি ফিতনা বন্ধ করা সম্ভব নয়

যুগে যুগে যখনই ঐ সব অবস্থা যাচাই-বাছাই করা হয়েছে এবং বর্তমান অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে যে, কীভাবে এই স্রোতের বাঁধ রোধ করা যায় কিংবা ব্যাপক সংশোধনের জন্য কোন ব্যক্তি বা কোন দল কাজ করছে কিনা? এর দ্বারা কি ফরযে কেফায়ার হুকুম আদায় হবে নাকি হবে না? এই যে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, যা পেশাওয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ছড়ানো-ছিটানো আছে; এগুলো কি বর্তমান রোগাক্রান্ত রাষ্ট্রগুলোর আরোগ্য লাভের পথ হতে পারে? যখন পরিপূর্ণভাবে অনুসন্ধান করা হয় তখন এ ফলাফল বের হয়ে আসে যে, এ রোগের পূর্ণ প্রতিকার হচ্ছে না। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রহ. এর জামাত যা পরবর্তীতে "তাবলিগ জামাত" নামে পরিচিত হয়েছে অন্যান্য সকল জামাত থেকে খুব সুন্দর খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। এর বরকত অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। সামাজিকভাবে যেসব আমলি ফেতনা সৃষ্টি হচ্ছে তা দূর করার জন্য এক্সরে প্রতিকারের কাজ করছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপ্লব ঘটানো এবং পূর্ণাঙ্গ সংশোধনীয় পরিবেশ তৈরী করার জন্য ব্যাপক যে মেহনত দরকার আজও পর্যন্ত তার উপর কোন কাজ হয়নি। অধিকন্তু যদি এ দল কিছু ব্যাপক মেহনতের জন্য গুরুত্ব সহকারে এই খিদমতের আঞ্জাম দেয় তথাপি এর পরিধি আমলি ফিতনার সংশোধন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। ইলমি ফিতনা বন্ধ করার জন্য এই জামাতের পরিধি সংশোধন থেকে বহুদূরে। এ জন্য আশা ছিল যে, যদি এমন কোন দলের আত্মপ্রকাশ হত যা ইলমি ও আমলি উভয় প্রকার ফিতনার সংশোধনের দিকে কদম উঠাবে। কিন্তু এর আগাগোড়া ঐ তাবলিগ জামাতের কর্ম পদ্ধতি মোতাবেক হবে। এর না কোন সভাপতি, বা সেক্রেটারী থাকবে আর না কোন দফতর বা গুদাম থাকবে।

ইলমি ও আমলি ফিতনা বন্ধ করার জন্য একটি সংস্কারমূলক দলের আত্মপ্রকাশ

এ ব্যাপারে হযরত মুফতী শফী রহ. এর সাথে বিভিন্ন সময়ে আলাপ হতো। আমরা উভয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছি যে, যেসব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা চালাচ্ছি তা মৌলিক খিদমত ও নাস্তিকতার ছয়লাব প্রতিরোধ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব এর উপরই ক্ষান্ত থাকা উচিত নয়। বরং এর থেকেও আরও বেশি মেহনত ও উদারতার সাথে কাজ করার প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ইলমি ও আমলি ফিতনা প্রতিহত করার জন্য নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয় থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগের সাথে কাজ না করা হবে ততক্ষণে এর উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। আমরাও দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাব না। কাজের প্রশস্ততা ও নীরক্ষণতা এবং এর মোকাবেলায় নিজের ভীরুতা ও এর চেয়ে আরও বেশি উদ্যোগহীনতার দিকে যখন দৃষ্টি দিবে তখন উদ্যমতা একেবারেই হারিয়ে যাবে। কিন্তু আখেরাতের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতার কথা যখন অনুভব হয় তখন সর্বদিক থেকেই মাথা নত করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না এবং দৃঢ় সংকল্প করা ছাড়া কোন পথও দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং আল্লাহর উপর ভরসা করে, দুনিয়ার সরঞ্জামাদী থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে, হযরত মুফতি শফী সাহেবের নেতৃত্বে পদক্ষেপ নেওয়ার সংকল্প করলাম। আমরা উভয়েই আমাদের মতো অনুভূতিসম্পন্ন কিছু আলেম ও সাংবাদিকদেরকে বেসরকারীভাবে ডেকে এই দলের একটি প্রাথমিক কাঠামো তৈরী করেছি।

ফিতনা বন্ধ করার জন্য দাওয়াতী ও ইসলাহী মজলিস প্রতিষ্ঠা করা

দ্বীনদার ও আহলে ইলমদের নিকট নতুন করে এ কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই যে, বর্তমান সময়ে মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই